সংবাদ

তারিখ 28 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

খেলার ছলে বর্ণমালা শিখছে শিশুরা

কাজী সাঈদ, কুয়াকাটা ও কলাপাড়া

পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার লতাচাপলী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দশজন শিক্ষক আন্তরিকতার সাথে পড়াচ্ছেন ৪৩০ জন কোমলমতী শিশু শিক্ষার্থীদের। এখানকার শিশুরা হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে চিনছে বর্ণমালা। শিখছে ছড়া-কবিতা আবৃত্তি নাচ-গান ও উপস্থাপনা। এখান থেকেই মজবুত হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবন কাঠামোর ভীত।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের কোমলমতী শিশুরা খেলার ছলে চিনে নিচ্ছে বর্ণমালা। শিখছে গননা, ছড়া আর কবিতা। এক সময় ঘরে বসে শিশুর বর্ণমালার হাতেখড়ি হতো আদর্শলিপি বই দ্বারা। বর্ণ পরিচিতি ও বানান শেখা শুরু হতো সেখান থেকেই। এখন সেই সময়ের চিত্র পাল্টে গেছে। সাগরপাড়ের কুয়াকাটা লতাচাপলী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রাখা হয় খেলায় মশগুল। আর এর মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের চলে বর্নমালা, সংখ্যা পরিচয়, ছড়া, কবিতা ও গান শেখানোর কাজ। যার ফলে বিদ্যালয়টির শিশু শিক্ষার রীতিতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন।

এখানকার শিশুদের পাঠদানে উৎসাহিত করতে রয়েছে খেলাধুলা ও সংগীতের নানা উপকরণ। সকল ধর্মের বাণী পাঠ, জাতীয় সংগীত গাওয়া ছাড়াও নিজেকে একজন সুস্থ ধারার নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিন শপথ নেয় ওই শিশু শিক্ষার্থীরা। শরীর চর্চা শেষে শ্রেণিকক্ষে ফিরে যায় রণ সংগীতের তালে। ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষসহ শিক্ষার সব আধুনিক উপকরণে সজ্জিত এ বিদ্যালয়টি ২০১২ সালে জেলায় প্রথম চাইল্ড ফ্রেন্ড স্কুলে পরিনত হয়েছিলো।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি আর সমাজের দানশীলদের অর্থায়নে দরিদ্র জনপদের কোমলমতি শিশুদের প্রতি বছর দেয়া হয় স্কুল ব্যাগসহ বছরে দুই সেট নতুন ইউনিফর্ম। ২০১১ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে এসেছে সাফল্য। বেড়েছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। বর্তমানে ৪৩০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করছে দশ জন শিক্ষক। ৬ জন প্রতিবন্ধী ছাড়াও রয়েছে দরিদ্র রাখাইন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী। যাদের মাতৃস্নেহে, পরম মমতায় দেয়া হচ্ছে পাঠদান। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিকসহ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধারাবাহিক সাফল্য রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিজিটাল কন্টেইন তৈরিতে বিদ্যালয়টি রয়েছে বাংলাদেশের চতুর্থ স্থানে। অভিভাবক আর বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের অনেকেই জানান, প্রধান শিক্ষিকা নাসমুস শাকিব খান কনা ২০১১ সালে যোগদানের পর থেকেই বিদ্যালয়টি নতুনত্বের ছোয়া লেগেছে। প্রতিষ্ঠানটি পরিনত হয়েছে মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সরকারি সীমিত বরাদ্দের অপেক্ষায় না থেকে নিজের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয়টিতে দিয়েছেন অন্যসব বিদ্যালয় থেকে এক ভিন্ন রূপ।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম জানান, শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিক্ষা অফিসের তদারকিতে বিদ্যালয়টি খুব ভালই চলছে। এছাড়া এ বিদ্যালয়টিতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হয়। এটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো বলে তিনি জানিয়েছেন।